তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৭/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব শেখ রবিউল ইসলাম
পিতা-মরহুম শেখ আব্দুর রব
১৩৬/১, পশ্চিম কাফরুল (৫ম তলা)
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ফরহাদ মিঞা
সহকারী সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
প্রশাসন-১ শাখা, অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ০৫-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী জনাব শেখ রবিউল ইসলাম ০৬-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ ফরহাদ মিঞা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

২.১। ক) মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেট, নভেম্বর ২১, ২০০২ অনুযায়ী বর্তমানে গঠিত প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ-'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন রেজুলিউশন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

খ) অর্থ মন্ত্রণালয় অবগত করেন যে, অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের পূর্বে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হয়।

গ) অর্থ বিভাগের সম্মতি দেবার জন্য অবশ্যই একটা নীতিমালা আছে। নীতিমালার আলোকে সম্মতি দিয়ে থাকেন।

২.২। ক) যেমন-অর্থ মন্ত্রণালয় এর পদক্রম ধারা যথা- সচিবঃ গ্রেড-১; অতিরিক্ত সচিবঃ গ্রেড-২; যুগ্ম-সচিবঃ গ্রেড-৩; উপ সচিবঃ গ্রেড-৫; সিঃ সহকারী সচিবঃ গ্রেড-৬; সহকারী সচিবঃ গ্রেড-৯; প্রঃ কঃ/পিওঃ গ্রেড-৮। কিন্তু অর্থ বিভাগের সম্মতি পত্রে BIAMF এর পদক্রম ধারার ক্ষেত্রে- মহাপরিচালকঃ কোন গ্রেড/স্কেল নাই; পরিচালকঃ কোন গ্রেড/স্কেল নাই; সহকারী পরিচালকঃ গ্রেড-৯; প্রঃ কঃ গ্রেড-৮ দেওয়া আছে। কিন্তু প্রচলিত পদক্রম ধারা অনুসরণ করেননি ও BIAMF এর অর্গানোগ্রামে অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রে পদবীতে কোন গ্রেড/স্কেল প্রদান না করিয়া ব্যয় নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও অর্থ মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন শাখা অনুসরণ করেন নাই।

খ) অর্থ মন্ত্রণালয় এর একজন কর্মকর্তার বিপরীতে কতজন কর্মচারী বিদ্যমান আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে BIAMF এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্রে সে রেসিও অনুসরণ করেন নাই।

গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্রে পদোন্নতি ধারা বন্ধ রেখে BIAMF এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি বঞ্চিত করেছেন কি না। এমন প্রশ্নে অর্থ মন্ত্রণালয় এর জবাবে বলেন যে, বিষয়টি অর্থ বিভাগের কর্মপরিধির সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু এটা প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৌলিক অধিকার।

ঘ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন এর অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করার জন্য সম্মতি দেন ২৮/০৩/২০০৫ইং সালে অর্থ বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব জাকির আহমেদ খান। উক্ত ব্যক্তি নথিতে যে সম্মতি প্রদান করেছিলেন সেই নথির প্রমাণ পত্রটি তথ্য অধিকার আইনে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২.৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তথা- এখানে উল্লেখ্য যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)- শেখ রবিউল ইসলাম, উপ-পরিচালক, প্রশাসন সহ ০৩ জনের পদসহ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন এর জন্য ২০৪ টি পদের অনুমোদন দিয়ে ছিল বলিয়া-

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক-অম/অবি/মনিঃ/বিয়াম-১/২০০৪/৫২৫; ২৮.০৩.২০০৫ইং তারিখের সম্মতি পত্র এবং স্মারক নং- অম/অবি (বাস্ত-৪)/সম-৬(বিয়াম)/০৫/৭২; ০৭/০৮/২০০৫ইং তারিখের সম্মতি পত্র বরাতে অর্থ বিভাগের হঠকারী সম্মতির মাধ্যমে অনুমোদিত - বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশনের অর্গানোগ্রাম এর শর্তও দীর্ঘ ১০ বৎসর অকার্যকর হিসাবে আছে বা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের শর্তগুলো (যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রেষণ সংখ্যার অতিরিক্ত প্রেষণে নিয়োগ, পদ নাই, পদ সংখ্যার অতিরিক্ত নিয়োগ ইত্যাদি) প্রতিপালন করেন নাই বা করছে না সংযুক্তঃ তালিকা-০১ (পাতাঃ ৯-১০)।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন এর অর্গানোগ্রামে পদ অনুমোদন নাই এমন পদেও সংযুক্ত: তালিকা-০১ অনুযায়ী এবং অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রে যোগ্যতা নাই এমন ২৫ জন বিয়াম ফাউন্ডেশনে কর্মরত আছেন (পাতা-১১)। সুতরাং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক-অম/অবি/মনি:/বিয়াম-১/২০০৪/৫২৫; ২৮.০৩.২০০৫ইং তারিখের সম্মতি পত্র (পাতা-১-৪) এবং স্মারক নং- অম/অবি (বাস্ত-৪)/সম-৬(বিয়াম)/০৫/৭২; ০৭/০৮/২০০৫ইং তারিখের সম্মতি (পাতা-৫-৮) পত্র দ্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? হ্যাঁ অথবা না তথ্যটি বা প্রমাণপত্রটি তথ্য অধিকার আইনে প্রেরণের করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে অনুরোধ করা হলো।

২.৪। 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন' এর অর্গানোগ্রামে সম্মতি দেবার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুসরনকৃত ''সরকারের অনুমোদিত নীতিমালাটি'' তথ্য অধিকার আইনে প্রেরণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে অনুরোধ করা হলো।

০৩। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৯-১২-২০১৫ তারিখে জনাব মাহবুব আহমেদ, সিনিয়র সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৪। বিষয়টি কমিশনের ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ০৫-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব শেখ রবিউল ইসলাম এবং প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ ফরহাদ মিঞা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা হাজির।

০৫। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০৬। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অর্থ বিভাগের স্মারক নং ০৭.০৮১.০৩৪.০৯.০০.০২৩.২০১৫-২৬ তারিখ: ১৯.০১.২০১৬ মাধ্যমে যথাসময়ে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

০৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা কমিশনের এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, পূর্বে অন্য একটি আবেদনের তথ্য সরবরাহ করেছেন। কিন্তু বর্তমান আবেদনে প্রার্থীত তথ্য সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান আবেদনের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের জন্য কমিশন অভিমত ব্যক্ত করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আবেদনকারীর ০৬.১২.২০১৫ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই তথ্য সরবরাহ করেছেন। উক্ত আবেদনের ২.২ (ঘ) ক্রমিকের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে জানিয়েছেন যে দাপ্তরিক নোটশীট বা এর প্রতিলিপি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২(চ) উপধারা অনুযায়ী সরবরাহ করার কোন সুযোগ নেই যা তথ্য কমিশনের নিকট যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হয়। কারণ উক্ত উপধারা অনুযায়ী নোটশীট তথ্যের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে ২.৩ ক্রমিকে চাহিত তথ্যাদির বিষয়ে জবাব দেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট স্মারক দুটির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এই প্রশ্নের হ্যা বা না জবাব তথা মতামত দেওয়ার ক্ষমতা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেই। উল্লেখিত স্মারক দু'টির কোন শর্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ লঙ্ঘন করে থাকলে সে বিষয়ে অভিযোগকারী উপযুক্ত আদালতে বা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন। তবে ২.৪ নং ক্রমিকে চাহিত তথ্যের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত জবাবে দেখা যায় যে, ".....বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট

অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দিক পর্যালোচনা/বিশ্লেষণপূর্বক সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা সরকারের এখতিয়ার। এ বিষয়ে কোন নীতিমালার প্রয়োজন হয় না।" সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা সরকারের এখতিয়ারভুক্ত এই বক্তব্য সঠিক। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য কোন নীতিমালার প্রয়োজন হয় না - এই বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ যথেচ্ছভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না। রাষ্ট্রীয় অর্থ যেখানে জড়িত সেখানে নীতিমালা থাকা বাঞ্চনীয় বলে তথ্য কমিশন মনে করে। কারো পছন্দ বা অপছন্দের ওপর এটা নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ নয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত অর্থ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করায় অভিযোগটি খারিজ করা হলো। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা থাকা বাঞ্চনীয় বলে তথ্য কমিশন মনে করে। বিষয়টি অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব এর নজরে আনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

২। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]